দৈনিক ইত্তেফাক

75

তারিখ ... FEB. 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

কলিকাতা বইমেলা

বাংলাদেশী ও ভারতীয় প্রকাশকদের বাকযুদ্ধ

গত মঙ্গলবার কলিকাতা বই মেলার সপ্তম দিনে ভারতীয় ও বাংলাদেশী প্রকাশকদের মধ্যে 'বাকযুদ্ধ' অব্যাহত থাকে—যদিও গত সপ্তাহের চাইতে যথেষ্ট অনুচ্চারিতভাবে। তবে, অন্য এক ফ্রন্টেও ভিন্ন এক যুদ্ধ চলে। মেলায় অংশগ্রহণকারী সৌখিন শিল্পীরা পুলিশ ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনিয়াছেন। কলিকাতার দ্য স্টেটসম্যানের খবরে একথা বলা হয়।

বাংলাদেশী প্রকাশকদের প্রতিনিধিরা ভারত হইতে বাংলাদেশে পুস্তক আমদানীকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তবে, তাহারা দুই বাংলার মধ্যে এ ব্যাপারে বাণিজ্যিক সমতার উপর জোর দিয়াছেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকাশক মফিদুল হক বলেন, বাংলাদেশে পুস্তক আমদানীতে কোন সীমা টানা হয় নাই। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রকাশকদের মধ্যে সহযোগিতার 'দীর্ঘ ইতিহাস' তুলিয়া ধরেন।

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কলিকাতা বইমেলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ভারতের বাংলা পুস্তকের একটি বিরাট বাজার রহিয়াছে'। মফিদুল বলেন, 'আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা পরস্পর নির্ভরশীল। কোন পক্ষের প্রাধান্য বিস্তার করা ঠিক হইবে না। সাহিত্যের বিনিময় অবশ্যই সমভিত্তিক হইতে হইবে।'

স্থানীয় পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সম্পাদক মিঃ অনিল আচার্য্য এব্যাপারে একমত। তাহার মতে, 'আমাদের মতপার্থক্য দূর করার সময় এখনও আছে।' তিনি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রকাশক বন্ধুদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, তাহারা সাংবাদিকদের নিকট যাহা বলিয়াছেন, সেকথা গিল্ডকেও প্রথমে বলিতে পারিতেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশী প্রকাশকদের দাবী করা সমতার সম্পর্ক বিভিন্ন অনুঘটকের উপর নির্ভরশীল যেমন একটি সমন্বিত বিপণন নীতি।

এদিকে, বইমেলার আরেক প্রান্তে ধিকি ধিকি উত্তেজনা ছড়াইতেছিল। চিত্রশিল্পী, যাহাদের অধিকাংশই আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী—তাহারা পুলিশের হয়রানির অভিযোগ করেন। পুলিশ তাহাদের 'জেলে প্রেরণের' হুমকি দেয় এবং গত রবিবার ও মঙ্গলবার বিকালে তাহাদের সৃষ্টকর্মের ক্ষতিসাধন করে। এসব শিল্পীর বেশীরভাগ মেলায় জল রং-এর চিত্রকর্ম ও মাটির পাত্র বিক্রয় করিতেছে।